'দেজা ভ্যু'

অরিন্দম নাথ

ঘরটি বেশ বড়সড়। মেঝেতে ফরাশ পাতা। সাথে , একপাশে কয়েকটি কোল-বালিশ। যেন, কোন জমিদার বাড়ির জলসাঘর। তবে, কোন বাইজী নাচ হচ্ছিল না। সময়টা সম্ভবত সকাল। হালকা রোদের তাপ। বিধবা বেশে বয়স্কা এক মহিলা , বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে বসেছিলেন। তিনি একটি লোককে কিছু একটা ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। লোকটি বেশ বাবু হয় বসে গোমস্তাদের মত লিখছিল। লেখা শেষ হলে, সে ভদ্রমহিলাকে পড়ে শোনাল। একটি দানপত্র। গৃহকর্তীকে দেখে মনে হল, দলিলের বয়ানে খুশি হয়েছেন। তিনি এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোমস্তা মত লোকটি এবার এগিয়ে এল। তার হাতে একটি স্ট্যা ম্প প্যাড। কালির রং লাল। ভদ্রমহিলা স্ট্যাম্প প্যাডে ডান-পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ছোঁয়ালেন। তারপর কাগজের নির্দিষ্ট স্থানে আঙ্গুঠা - ছাপ দিলেন। গোমস্তামত লোকটি তাঁকে একটি কলম এগিয়ে দিল। তাঁকে অনুরোধ করল দস্তখত করার জন্য। তিনি তার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তা কালেন। এবার আমি ভালো করে গোমস্তাকে দেখতে পেলাম। আমাদের পাড়ার বিশু। সে যে দলিল লিখে, আমার জানা ছিল না। বিশুর বয়স ত্রিশের ঘরে। তার একটি কবিরাজি ঔষধের দোকান আছে। আমি অবাক হয়ে বিশুর দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময়েই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এতক্ষণ আমি গতকাল ভোরে দেখা আমার স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছিলাম। এই স্বপ্নের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। এর আগের দিন অর্থাৎ শনিবারে আমার এক ডি এস পি কলিগের সাথে কথা বলছিলাম। জীবন সম্পর্কে তাঁর আবার এক অদ্ভুত উপলব্ধি। তাঁর ধারনা , প্রতিনিয়ত প্রতিটি মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে , আমাদের কোন না কোন পূর্ব -পুরুষ, সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন ধরুন, জল-কাঁদায় ফুটবল খেলে সন্ধ্যায় আপনার ছোট ভাই মার প্রচণ্ড বকুনি খেল। তখন মনে হল আপনিও , কোন এক দিন একইভাবে মার বকুনি

খেয়েছিলেন৷ আমাদের জীবন-শৈলীর দ্রুত পরিবর্তনের কারণে আজকাল এই সমাপতন ক ম ঘটছে। তাঁর এই ভাবনা, আমার মনে বেশ রেখাপাত করে।

আমার স্ত্রী ডাঃ পারমিতার কাছ থেকে জানলাম , বিষয়টিকে বলে 'দেজা ভ্যু' । একটি ফরাসী শব্দ। এর অর্থ 'আগেই দেখা হয়ে গিয়েছে' । অনেক সময় কোনও ব্যক্তিকে দেখলে মনে হয় , আগেও দেখেছি । 'দেজা ভ্যু'-র নেপথ্যে যুক্তি হিসে বে বলা হয় , মস্তিষ্কের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তথ্য যেতে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় লাগে। তাই মস্তিষ্কের একটি অংশ একই তথ্য দু'বার পায় । একবার সরাসরি। আর একবার যে অংশ তথ্য দেও য়ার দায়িত্বে রয়েছে, তার মাধ্যমে। এজন্যই এমনটা হয় । পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষেরই 'দেজা ভ্যু' হয়।

তার পরদিনই এই স্বপ্ন দেখলাম। কাকতালীয় ভাবে রবিবার সকালে ঘর থেকে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েই প্রথমে বিশুকে পেলাম। সাথে একজন মহিলা। অবশ্য সধবা। স্বভাবতই , রবিবার দুপুরে বিষয়টি নিয়ে আরেক প্রস্থ আলোচনা হল। এবার আমাদের সাথে আরেকজন ডি এস পি যোগ দিয়েছেন । 'দেজা ভ্যু'-র পাশাপাশি স্বপ্নের জগত নিয়ে আলোচনা হল। টেলিপ্যাথিও বাদ গেল না। অনেক সময়ই স্বপ্ন দেখে মনে হয় একই সাথে আমরা দুটো জীবন যাপন করছি। দুই জীবনের চরিত্রের সমাপনের চেয়ে বৈচিত্র্যই যেন বেশী।

আমি বাবার সাম্প্রতিক অসুস্থতার কথা বললাম। আমি দেখেছি , বাবা যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি তাঁর ছোটবেলার প্রিয়জনদের নাম নেন। তাঁদের সবাই গত হয়েছেন। এই পর্যায়ে প্রথমোক্ত ডি এস পি কলিগ বললেন , মানুষের মৃত্যুর সময় কোন একজন মৃত প্রিয়জন এসে তাঁর আত্মাকে সাথে করে নিয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় তাঁর পাশে যারা থাকেন , বিশেষত বয়স্করা তাঁকে দেখতে পান। অবশ্য, অপঘাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না।

অপর ডি এস পি তাঁর এক অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন। তিনি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। বেশ কয়েক বছর হল তাঁর বাবা গত হয়েছেন। তিনি ছিলেন আম্বেদকরের ভীষণ ভক্ত। তাঁরা চার ভাই। তাঁদের বাবা মারা গিয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসের সাতাশ তারিখে। প্রচণ্ড শীত। সন্ধ্যায় দাহ-কার্য সম্পন্ন করার পর , চার ভাই একটি মাটির ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে তাঁদের বাবার স্মৃতিচারণ করছিলেন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ঘরটির দেয়ালে আম্বেদকরের একটি

বাঁধানো ছবি ছিল। তাঁদের বাবার খুবই প্রিয়। হঠাৎ ছবিটি দেয়াল থেকে মেঝেতে খসে পড়ল। একটু হলে, সবার ছোট ভাইয়ের গায়ে পড়ত। ঘরের দরজা খুলে সবাই বেরিয়ে এল। কোন ভূমিকম্প, কিংবা ঝড় কিছুই আসেনি। তাঁদের বাবা হয়তো তাঁর আরাধ্য আম্বেদকরকে সাথে নিয়ে গেছেন। তবে তাঁর ছোটভাইয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন। সে বলল পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী সে পুকুরের জলে তিন ডুব দেয়নি। ঠাণ্ডায় এক ডুব দিয়েই চলে এসেছিল। ওই ঘটনার পর থেকে বেচারা আম্বেদকরের ছবি দেখলেই ভয় পায়।